যায়যায়দিন

তারিখ 24 AUG 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

কওমি মাদ্রাসায় বঙ্গবন্ধুর ছবি তোলা হবে না জাতীয় সঙ্গীত প্রত্যাখ্যান

যায়যায়দি রিপোর্ট

কওমি মাদ্রাসায় বঙ্গবন্ধুর ছবি টানানোর নির্দেশ জবরদস্তি হিসেবে উল্লেখ করে সে নির্দেশ না মানার ঘোষণা দিয়েছে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া মাদ্রাসায় : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

মাদ্রাসায় : কওমি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বাংলাদেশ। নেতারা বলেছেন, কওমি মাদ্রাসা একটি মসজিদভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আর মসজিদে ছবি টানানোকে কেউই মেনে নেবেন না। এতে সংঘাত সৃষ্টি হবে। মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা তোলা হবে। আর নিতান্ত প্রয়োজন হলে সংসদে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত আরো একটি জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচনের দাবিও জানান তারা। রোববার সাহিত্য সাংবাদিকতা কোর্সের উদ্বোধনকালে বেফাকুল নেতারা একথা বলেন।

রাজধানীর চৌধুরীপাড়া শেখ জনুকদীন মাদ্রাসায় তিন সপ্তাহব্যাপী এ কোর্সের আয়োজন করেছে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ। কোর্সের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক একান্ত সচিব র আ ম উবায়দুল মুকতাদি ও ইসলামী ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক শামীম মোহাম্মদ আফজাল।

বেফাকুলের মহাসচিব মাওলানা আবদুল জব্বারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ইনকিলাবের সহকারী সম্পাদক উবায়দুল্লাহ, ড. মাওলানা মোস্তাক আহম্মদ, মাওলানা হাবীবুর রহমান, মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন, কবি রুহুল আমীন খান প্রমুখ।

র আ ম উবায়দুল মুকতাদি কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের দাবি জানিয়ে বলেন, কওমি মাদ্রাসা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে নয়। তাই আইন মেনেই জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা দরকার।

শামীম মোহাম্মদ আফজাল বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত শক্তিরাই দেশের আলেম-ওলামাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে, নিজেদের বাঁচাতে ইসলাম ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। এদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।

জাতীয় সঙ্গীত ও পতাকা প্রসঙ্গে বেফাকুলের মহাসচিব মাওলানা আবদুল জব্বার বলেন, কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা তোলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু জাতীয় সঙ্গীত প্রশ্নে আমাদের প্রস্তাব- রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচনায় আরেকটি জাতীয় সঙ্গীত থাকতে পারে। কারণ প্রতিবেশী দে ভারতেও জাতীয় সঙ্গীত দুটি।

মাদ্রাসায় বঙ্গবন্ধুর ছবি টানানোতে আপত্তি জানিয়ে তিনি বলেন সর্বজনের কাছে কওমি মাদ্রা একটি মসজিদভিত্তিক প্রতিষ্ঠা আর মসজিদে ছবি টানানোতে কেউই মেনে নেবেন না। তা সরকারের এমন কোনো হুকুম দে ঠিক হবে না যাতে সংঘাত সৃ হয়।

কওমি মাদ্রাসার ওপর গুরুত্বারো করে তিনি আরো বলেন, ছিন্নমূ হতদরিদ্র মানুষের সন্তানদের বি বেতনে শিক্ষা দেয়া হয়। এ শি না থাকলে দেশে আরো লাখ ছিনতাইকারী ও হাইজ্যাকার তৈ হতো। এটা কি আমাদের অর্জ নয়?